

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শুংখলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-স্বাপকম/শু-১/১-৫৮/০৭- ৭০৩

তারিখঃ ১১.১২.২০১৯

প্রজ্ঞাপন

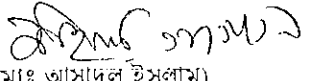
যেহেতু, ডাঃ খান ওমর ফারুক (৩৪৫৬০), মেডিকেল অফিসার, সেনহাট উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, দিঘলিয়া, খুলনা (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত) গত ১১/০৬/২০০৭ তারিখ খুলনা থানার জিআর মামলা নং-৩১/০৬ ধারা ৩২৩/৩২৫/৩০৭/৩০২/৩৪/২০১ দণ্ড বিধি-এ প্রদত্ত গ্রেফতারী পরোয়ানা ৪৫৭/০৭ মূলে গ্রেফতার হয়ে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। সেহেতু, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১৬/০৭/২০০৭ তারিখের স্বাপকম/শুংখলা-১/১-৫৮/০৭/৬০৭ নম্বর আদেশমূলে তাঁকে ১১.০৬.২০০৭ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, উক্ত মামলায় অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ আদালত, ফিরোজপুর গত ৩০.০৪.২০১৯ তারিখের আদেশে উক্ত মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারী অভিযোগের দায় হতে তাঁকে বেখসুর খালাস প্রদান করেছেন এবং উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপীল দায়ের করা হয়নি বলে পেশকার, অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত, পিরোজপুর বাংলাদেশ ফরম নং-৮৭১, হাইকোর্ট ফরম নং-55-A মাধ্যমে জানান;

এমতাবস্থায়, ডাঃ খান ওমর ফারুক (৩৪৫৬০), মেডিকেল অফিসার, সেনহাট উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, দিঘলিয়া, খুলনা (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১৬/০৭/২০০৭ তারিখের স্বাপকম/শুংখলা-১/১-৫৮/০৭/৬০৭ নম্বর আদেশে তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল এবং তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে বিধি মোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হল।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে



(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

নং-স্বাপকম/শু-১/১-৫৮/০৭- ৭০৩/৯(১৩)

তারিখঃ ১১.১২.২০১৯

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (ডেটাবেইজে সংরক্ষণ করার জন্য)।
- ৩। উপসচিব (পার-১/২/৩ অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ৪। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা। [পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ ও প্রকাশিত গেজেটের ২০ (বিশ) কপি শুংখলা অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।]
- ৫। উপপরিচালক (শুংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৬। সিভিল সার্জন, খুলনা।
- ৭। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ৮। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
- ৯। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, দিঘলিয়া, খুলনা।
- ১০। উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, দিঘলিয়া, খুলনা।
- ১১। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ১২। ডাঃ খান ওমর ফারুক (৩৪৫৬০), মেডিকেল অফিসার, সেনহাট উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, দিঘলিয়া, খুলনা।
- ১৩। অফিস কপি।


মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hcd.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০৬.১৯-৭০৭

৩৩ জুলাই ২০১৯
তারিখঃ
২৫ ডিসেম্বর ২০১৯

বিষয়ঃ ডা: বিনয় গুহ (৪৩৮৫৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট (কার্ডিওলজি), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা সংযুক্ত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ধামরাই, ঢাকা (২০/০৫/২০১৮ তারিখে সদর হাসপাতাল, মেহেরপুরে বদলির আদেশাধীন) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

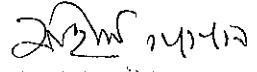
অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ বিনয় গুহ (৪৩৮৫৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট (কার্ডিওলজি), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা সংযুক্ত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ধামরাই, ঢাকা গত ২০/০৫/২০১৮ তারিখের ৪৫.১৪৪.০১৯.০০.০০.০০০.২০১৬-২০৭ নম্বর স্মারকের ক্রমিক নং-১৫ এ বর্ণিত মতে জুনিয়র কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্ত সদর হাসপাতাল, মেহেরপুরে বদলি করা হলেও বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালায় পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালায় অধীনে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিয়ন্ত্রকস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

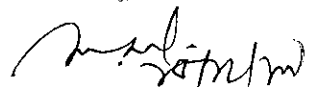

(মো: আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডা: বিনয় গুহ (৪৩৮৫৩)
জুনিয়র কনসালটেন্ট (কার্ডিওলজি)
ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা।
সংযুক্ত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ধামরাই, ঢাকা
(২০/০৫/২০১৮ তারিখে সদর হাসপাতাল, মেহেরপুরে বদলির আদেশাধীন)
নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০৬.১৯-৭০৭/১(ন)

তারিখঃ ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯

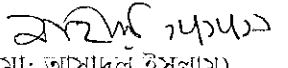
অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

- ১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
- ২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
- ৩। উপসচিব (পার-৩ অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৪। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)।
- ৫। সিভিল সার্জন, ঢাকা/মেহেরপুর।
- ৬। তত্ত্বাবধায়ক, সদর হাসপাতাল, মেহেরপুর।
- ৭। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ধামরাই, ঢাকা।
- ৮। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
- ৯। অফিস কপি।


মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ বিনয় গুহ (৪৩৮৫৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট (কার্ডিওলজি), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা সংযুক্ত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ধামরাই, ঢাকা গত ২০/০৫/২০১৮ তারিখের ৪৫.১৪৪.০১৯.০০.০০.০০৭.২০১৬-২০৭ নম্বর স্মারকের ক্রমিক নং-১৫ এ বর্ণিত মতে জুনিয়র কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্তঃ সদর হাসপাতাল, মেহেপুরে বদলি করা হলেও বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেনবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।


(মো: আসাদুল ইসলাম)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১২৩.১৯- ৭০৮

তারিখঃ ১৩৫ স্মরণার্থী.১৪২৬
১৫ ডিসেম্বর ২০১৯

বিষয়ঃ ডাঃ উইলসন দেব (১০৯৬৯৯), সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। সংযুক্ত: যশোর মেডিকেল কলেজ, যশোর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

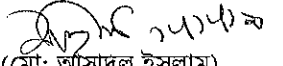
অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ উইলসন দেব (১০৯৬৯৯), সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। সংযুক্ত: যশোর মেডিকেল কলেজ, যশোর গত ০১.০৭.২০১৯ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালায় পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালায় অধীনে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না- এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিয়ন্ত্রককারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

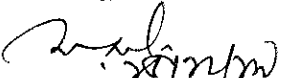

(মো: আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডাঃ উইলসন দেব (১০৯৬৯৯)
সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন, ওএসডি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী
ঢাকা। সংযুক্ত: যশোর মেডিকেল কলেজ, যশোর।
(স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-নওয়াগ্রাম, পোস্ট-আটগ্রাম, থানা-জকিগঞ্জ, জেলা-সিলেট)

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১২৩.১৯- ৭০৮/১ (১)
অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

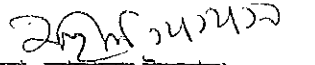
তারিখঃ ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯

- ১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
- ২। অধ্যক্ষ, যশোর মেডিকেল কলেজ, যশোর।
- ৩। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
- ৪। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)
- ৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
- ৬। অফিস কপি।


মোঃ আবদুল সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ উইলসন দেব (১০৯৬৯৯), সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। সংযুক্ত: যশোর মেডিকেল কলেজ, যশোর গত ০১.০৭.২০১৯ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।


(মো: আসাদুল ইসলাম)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১৫২.২৭.১০২.১৯- ৭০২

তারিখঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯
১৫ ডিসেম্বর ২০১৯

বিষয়ঃ ডাঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম (৩৮২০৭), প্রাক্তন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

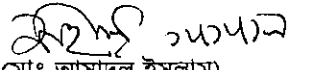
অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম (৩৮২০৭), প্রাক্তন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম গত ০৯/০৪/২০১৮ হতে ৩০/১০/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি এবং অনিয়ম সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ), ৩(গ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ', 'পলায়ন' ও 'দুর্নীতি' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ), ৩(গ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ', 'পলায়ন' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।



(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডাঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম (৩৮২০৭)
প্রাক্তন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
(স্থায়ী ঠিকানা: খ-১৫৫/১-এ, মধ্যবাজড়া, ঢাকা।)
(বর্তমান ঠিকানা: ইউ.এইচ.সি, লাকসাম, কুমিল্লা)

নং- ৪৫.০০.০০০০.১৫২.২৭.১০২.১৯- ৭০২/১ (৭)
অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

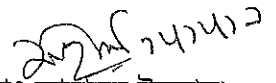
তারিখঃ ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯

- ১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিশটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
- ২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
- ৩। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)
- ৪। সিভিল সার্জন, চট্টগ্রাম।
- ৫। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
- ৬। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
- ৭। অফিস কপি।


মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম (৩৮২০৭), প্রাক্তন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম গত ০৯/০৪/২০১৮ হতে ৩০/১০/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিতির ছিলেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে আপনার বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ), ৩(গ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ', 'পলায়ন' ও 'দুর্নীতি' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ), ৩(গ) ও ৩(ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।


(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব